প্রেস রিলিজ

২৩/০৬/২০১৫ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ (যুগ্ম-সচিব) এর সভাপতিত্বে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে অত্যাবশ্যকীয় কৃষি পণ্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে তাঁর সভা কক্ষে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি - সাধারণ সম্পাদকসহ মীনাবাজার, স্বপ্ন ও প্রিন্স বাজার সুপার সপ এর প্রতিনিধি এবং অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রমজানকে সামনে রেখে কিছু কিছু কৃষি পণ্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভায় কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের রমজান পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সপ্তাহে উৎপাদন এলাকার বাজার দর, পাইকারী বাজার দর, সুপার শপ বাজার ও খুচরা বাজার দর এর তুলনামুলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়। এতে দেখা যায় উৎপাদন এলাকার পণ্য মুল্যের সাথে ঢাকা মহানগরীর পাইকারী বাজার দর ও সুপার শপ বাজার দরের পার্থক্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বিভিন্ন খুচরা বাজারে পণ্যের মুল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সহায়তায় ইতোমধ্যে কৃষি পণ্যের মূল্য কিছুটা হ্রাস পেলেও খুচরা বাজারের মুল্য উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা মূল্যের ব্যাপক পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করে কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য সংযোজন বিশ্লেষণ করে খুচরা মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন। কৃষি পণ্যের মূল্য বিস্তৃতির আলোকে পাইকারী পর্যায়ে ২-৫% এবং খুচরা পর্যায়ে ১০-১৫ % মুনাফা সংযোজন করে বিপণন কার্যক্রম গৃহীত হলে কৃষি পণ্যের বাজার সহনশীল থাকবে বলে সকলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। তাছাড়া সুপার শপ সমূহকে কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্য বিক্রয়ের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

সভা শেষে পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বলেন যে, বাজারে সকল প্রকার পণ্যের সরবরাহ ও মজুদ সন্তোষজনক। পরিমিত পণ্য ক্রয়ে বাজারের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকে। তাই আতংকিত হয়ে অতিরিক্ত পণ্য ক্রয় হতে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। ভবিষ্যতে এ ধরণের সভার আয়োজনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় গঠিত কৃষক দলকে আরও সক্রিয় করার প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন।